ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ধারা

ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ধারা বইখানি আরব জাহান তথা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলাশী চিন্ড়াবিদ, হাফিয-এ কুরআন, প্রখর দ্বীনি জ্ঞান সম্পন্ন ,সুসাহিত্যিক, কবি, নিবন্ধকার এবং খ্যাকনামা সাংবাদিক সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ-এর (যাকে এ মহা গ্রন্থ রচনার অপরাধে তদানিন্ড়ন মিসর সরকার ১৯৬৬ সালের ২৫শে আগষ্ট মৃত্যুদন্ড দেয়।) গ্রন্থখানি ইংরেজীতে MILE STONE নাম অনূদিত হয়েছে। ইংরেজী থেকে সুসাহিত্যিক জনা মরহুম মুহাম্মদ আবদুল খালেক সাহেব বাংলায় ভাষান্ড়রিত করেছেন।
ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহনকারীদের জন্যে বই খানি অতীব প্রেরনার উৎস হিসেবে কাজ করবে। তাগুতের বির"দ্ধে কিভাবে জিহাদ করতে হবে এবং কিভাবে ঈমানের পরীক্ষায় ব্যক্তির জান ও মাল তুচ্ছ হয়ে যায় তার মনোজ্ঞ বর্ণনায় বইখানি ভরপুর।**(পৃঃ০৫)**

সাইয়্যেদ কুতুব ঊনিশ শ'ছয় সালে মিসরের উসইউত জিলার মুশা গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। তার আম্মা ফাতিমা হোসাইন উসমান অত্যন্ড় দ্বীনদার ও আল-াহভীর" মহিলা ছিলেন। সাইয়েদের পিতা হাজী ইবরাহীম চাষাবাদ করতেন কিন্তু তিনিও ছিলেন অত্যন্ড় ধর্মপরায়নও চরিত্রবান।
গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাইয়্যেদ কুতুবের শিক্ষা শুর" হয়। মায়ের ইচ্ছানুসারে তিনি শৈশবেই কুরআন হেফয করেন। পরবর্তীকালে তার পিতা কায়রো শহরের উপকণ্ঠে হালওয়ান নামক স্থানে বসবাস শুর"করেন। সাইয়্যেদ তাজাহিযিয়াতু দার"ল উলুম মাদরাসায় ভর্তি হন। উনিশ শ' উনত্রিশ সালে ঐ মাদরাসায় মিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি কায়রোর বিখ্যাত মাদরাসা দার"ল উলুমে ভর্তি হন। উনিশ শ' তেত্রিশ সালে ঐ মাদরাসা থেকে বি,এ, ডিগ্রি লাভ করেন এবং সেখানেই অধ্যাপক নিযুক্ত হন।
কিছুকাল আধ্যাপনা করার পর তিনি শিক্ষ মন্ত্রনালয়ের অধীনে স্কুল ইন্সপেক্টর নিযুক্ত হন । মিসরে ঐ পদটিকে অত্যন্ড় সম্মানজনক বিবেচনা করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের পক্ষ থেকেই তাকে আদুনিক শিক্ষা পদ্ধতি পড়াশুনার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো দু'বছরের কোর্স শেষ করে বিদেশ থেকে আমেরিকা থাকা কালেই তিনি বস্তুবাদী সমাজের দুরবস্থা লক্ষ্য করেন। তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, একমাত্র ইসলামই সত্যিকার অর্থে মানব সমাজকে কল্যানের পথে নিয়ে যেতে পারে।
আমেরিকা থেকে দেশে ফেরার পরই তিনি ইখওয়ানুল মুসলিমুন দলের আদর্শ উদ্দেশ্যে ও কর্মসূচী যাচাই করতে শুর" করেন। ঊনিশ'শ পয়তালি-শ সালে তিনি ঐ দলের সদস্য হয়ে যান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বৃটিশ সরকার যুদ্ধ শেষে মিসরকে স্বাধীনতা দানের ওয়াদা করেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই ইখওয়াস দল বৃটিশের মিসরে ত্যাগের দাবীতে আন্দোলন শুর" করে। এর ফলে তাদের জসপ্রিয়তা অত্যন্ড় বেড়ে যায়। মাত্র দু'বছর সময়ের মধ্যে এ দলের কর্মী সংখ্যা পঁচিশ লক্ষে পৌছে। সাধারন সদস্য সমর্থক ও স্বৈরাচারী মিসর সরকার ইখওয়ানের জনপ্রিয়তা দেখে ভীত হয়ে পড়েন এবং এ দলের বির"দ্ধে স"ম্মিলিতভাবে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন।
ইংরেজী ১৯৫০ সালে ১২ই মার্চ দলের প্রতিষ্ঠাতা মোরশেদ-এ-আম উস্ড়দ হাসাপনুল বান্না শাহাদাত বরন করেন এবং ইখওয়ানুল মুসলিমূন বেআইনি ঘোষিত হয়।
ইংরেজী ১৯৫২ সালের জুলাই মাসে মিসরে সামরিক বিপ-ব অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বছরেই ইখওয়ান দল পুনরায় বহাল হয়ে যায়। ড. হাসানুল হোদাইবি দলের মোরশেদ -এ আম নির্বাচিত হন। সাইয়্যেদ কুতুব ইখওয়ান দলের কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনিত হন। দলের আদর্শ প্রচার ও আন্দোলনের সম্প্রসারন বিভাগ তার পরিচালনাধীন অগ্রসর হতে থাকে পরিপূর্ণরূপে নিজেকে আন্দোলনের কাজে উৎসর্গ করেন তিনি।

১৯৫৪ সালে ইখওয়ান পরিচালিত সাময়িকী "ইখওয়ানুল মুসলিমূন" এর সম্পাদক নির্বাচিত হন সাইয়্যেদ কুতুব। ছ'মাস পরই কর্নেল নাসেরের সরকার পত্রিকাটি বন্ধ করে দেন। কারনম ঐ বছর মিসর সরকার বৃটিশের সাথে নতুনকরে যে চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন, পত্রিকাটি তার সমালোচনা করে। পত্রিকা বন্ধ করে দেয়ার পর নাসের সরকার এ দলের উপর নির্যাতন শুর" করেন। একটি বানোয়াট হত্যা ষড়যন্ত্র মামালার অভিযোগে ইখওয়ানূল মুসলিমূন দলকে বেআইনি ঘোষনা করে দলের নেতাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতার ও নির্যাতন

গ্রেফতারকুত ইখওয়ান নেতাদের মধ্যে সাইয়্যেদ কুতুবও ছিলেন। তাঁকে মিসরের বিভিন্ন জেলে রাখা হয়। গ্রেফতারের সময় তিনি বীষনভাবে জ্বরে আক্রান্ড় ছিলেন। সামরিক অফিসার তা৭কে সে অবস্থায়ই গ্রেফতার করেন। তা৭র হাতে পায়ে শিকল পরানো হয়। শুধু তাই নয় সাইয়্যেদ কুতুব প্রবল জ্বরে আক্রন্ড় অবস্থায় জেল পর্যন্ড় হেটে যেতে বাধ্য করা হয়। পথে কয়েকবার বেহুশ হয়ে তিনি মাটিতে পড়ে যান। হুশ ফিরে এলে তিনি বলতেন "(আল-াহু আকবার ওয়া লিল-াহিল হামদ)"

জেলে ফুকার সাথেই কর্মচারীগণ তাকে মারপিট করতে শুর" করে এবং দু'ঘন্টা ডর্যন্ড় এ নির্যাতন চলতে থাকে। তারপর একাট প্রশিক্ষন প্রাপ্ত কুকুরকে তার উপর লেলিয়ে দেয়া হয়। কুকুর তারপা কামড়ে ধরে জেলের আঙ্গিনায় টেরে নিয়ে বেড়ায়। এ প্রাথমিক অভ্যর্থনা জানানোর পর একটানা সাত ঘন্টা ব্যাপী তাকে জরো করা হয়। তার স্বাস্থ্য এসব নির্যাতন সহ্য করার যোগ্য ছিল না। কিন্তু তিনি তার সুদৃঢ় ঈমানের বলে পাষাণ প্রাচীরের ন্যায় সব অমানুষিক অত্যচার অকাতেরে সহ্য করেন। তাঁর মুখ থেখে উচ্চারিত হতে থাকে "(আল-াহু আকবার ওয়া লিল-াহিল হামদ)"।

জেলের অন্ধকার কুঠরী রাতে তালাবদ্ধ করা হতো। আর দিনের বেলা তাঁকে রীতিমত প্যারেড করানো হতো। তিনি গুর"তর অসুস্থ হয়ে পড়েন। বক্ষপীড়া, হৃদপিন্ডের দুর্ভলতা ও সর্বাঙ্গে জোড়ায় জোড়ায় ব্যাথা ইত্যাদি বিভিন্ন রোগে তিনি কাতর হয়ে পড়েন। পুলিশের কুকুর তাঁর শরীরে নখ ও দাতের আঁচর কাটে। তাঁর মাথায় খুব গরম এবং পরক্ষনেই বেশী ঠান্ডা পানি ঢালা হতে থাকে। লাথি,কিল, ঘুষি, অশ-ীল ভাষায় গালাগালি ইত্যাদি তো ছিল দৈনন্দিন ব্যপার।

১৯৫৫ সালের ১৩ই জুলাই গন আদালতের বিচারে তাঁকে পনর বছরের সশ্রম কারাদন্ড দেয়া হয় তিনি এক বছর কাকাভোগের পর নাসের সরকারের পক্ষথেকে প্রস্ড়াব দেয়া হয় যে, তিনি সংবাদপত্রের মাধ্যমে ক্শার আবেদন করলে তাকে মুক্তি দেয়া যেতে পারে। মর্দে মুমিন এ প্রস্ড়াবের যে জবাব দিয়েছিলেন, তা ইতিহাসের পাতায় অম্-ান হয়ে থাকবে। তিনি বলেন,

আমি এ প্রস্ড়াব শুনে অত্যন্ড় আশ্চান্বিত হচ্ছি যে, সযলুমকে যালিমের নিকট ক্ষমার আবেদন জানাতে বলা হচ্ছে। আল-াহর কসম! যদি ক্ষমা প্রার্থনার কয়েকটি শব্দ আমাকে ফাঁসি থেকেও ওরহাই দিতে পারে, তবুও আমি এরূপ শব্দ উচ্চারন করতে রাযী নই। আমি আল-াহর দরবারে এমন অবস্থায় হাযির হতে চাই যে, আমি তাঁর প্রতি তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট।

পরবর্তীকালে তাঁকে যতবার ক্ষমা প্রার্থনার পরামর্শ দেয়া হয়েছে ততবারই তিনি একই কথা বলেছেনঃ "যদি আমকে যথার্থই অপরাধের জন্য কারার"দ্ধ করা হয়ে থাকে, তাহলে আমি এত সন্তুষ্ট আছি। আর যদি বাতিল শক্তি আমাকে অন্যায়ভাবে বন্দী করে থাকে তাহলে আমি কিছুতেই বাতিলের নিকট ক্ষমা প্রার্থরা করব না।"

১৯৬৪ সালের মাঝামাঝি ইরাকের প্রেসিডেন্ট আবদুস সালাম আরিফ মিসর যান। তিনি সাইয়্যেদ কুতুবের মুক্তির সুপারিশ করায় কর্নেল নাসের তাকে মুক্তি দিয়ে তারই বাসভবনে অন্ড়রীনাবদ্ধ করেন।

আবার গ্রেফতার ও দন্ড

এক বছর যেতে না যেতে তাকে আবার বলপূর্বক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করার অভিযোগে গ্রেফতার করাঞ্রয়। অথচ তিনি তখনও পুলিশের কড়া পাহপারাধীন ছিলেন। শুদু তিনি নন তার ভাই মুহাম্মদ কুতুব, বোন হামিদা কুতুব ও আমিনা কুতুবসহ বিশ হাজারেরও বেশী রোককে ওগ্রফতার করা হয়েছিলো। এদের মধ্যে প্রায় সাত'শ ছিলেন মহিলা।

১৯৬৫ সালে কর্নেল নাসের মস্কো সফরে থকাকালীন এক বিবৃতিতে ঘোষনা করেন যে ইখওয়ানুল মুসলিমূন তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। আর এই ঘোষনার সাথে সাথেই সারা মিসরে ইখওয়ান নেতা ও কর্মীদের ব্যাপক ধরপাকড় শুর্ হয় । ১৯৬৪ সালে ২৪শে মার্চে জারীকৃত একটি নতুন আইনের বলে প্রেসিডেন্টকে যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার, তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ প্রর্ভতি দন্ডবিধানের অধিকার প্রদান করা হয়। তার জন্যে কোন আদালতে প্রেসিডেন্টের গৃহীত পদক্ষেপের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা যাবে না বলেও ঘোষনা করা হয়। কিছুকাল পর বিশেষ সামরিক আদালতে তাদের বিচার শুর্ হয়। প্রথমত ঘোষনা করা হয় যে, টেলিভিশনে ঐ বিচারানুষ্ঠানের দৃশ্য প্রচার করা হবে। বিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ অপরাধ স্বীকার করতে অস্বীকার এবং তাদের প্রতি দৈহিক নির্যাতনের বিবরন প্রকাশ করায় টেলিভিশন বন্ধ করে দেয়া হয়। তারপর র্দ্ধদার কক্ষে বিচার চলতে কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ অপরাধ স্বীকার করতে অস্বীকার এবং তাদের দৈহিক নির্যাতনের াববরন প্রকাশ করায় টেলিভিশন বন্ধ করে দেয়া হয়। তারপর র্দ্ধদার কক্ষে বিচার চলতে থাকে । আসামী পক্ষের কোন উকিল ছিল না। অন্য দেশথেকে আঈনজীবিগণ আসামী পক্ষ সমর্থনের আবেদন করেন। কিন্তু তা প্রত্যাখ্যান করা হয়। ফরাসী বার এসোসিয়েশনের ভূতপূর্ব সভপিতি উইলিয়াম থরপ ও মরোক্কোর দু'জন আঈনজীবি আসামী পক্ষ সমর্থনের জন্য রীতিমত আবেদন করেন। কিন্ড় তা না মঞ্জুর করা হয়। সুদানের দু'জন আইনজীবি কায়রো পৌছে তথাকার বার এসোসিয়েশনে নাম রেজিষ্ট্রী করে আদালতে হাযির হন। পুলিশ তাদের আদালত থেকে ধাক্কা মেরে বের করে দেয় এবং মিসর ত্যাগ করতে বাধ্য করে। সাইয়্যেদ কুতুব ও অন্যান্য আসামীগন ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে বিচার চলাকালে ট্রাইবুনালের দৈহিক নির্যাতন চালানো হয়।ট্রাইবুনালের সভাপতি আসামীদের কোন কথার প্রতিই কান দেননি।

ইংরেজী ১৯৬৬ সালের আগষ্ট মাসে সাইয়্যেদ কুতুব ও তার দু'জন সাতীকে সামরিক ট্রাইবুনালের পক্ষ থেকে মৃত্যুদন্ডাদেশে শুনানো হয়। সারা দুনিয়য়ি প্রতিবাদের ঝড় উঠে। কিন্তু ২৫ আগষ্ট ১৯৬৬ সালে ঐ দন্ডাদেশ কার্যকর করা হয়।(পৃঃ১১-১৫)

মানবতার দুরবস্থা

মানবজাতি আজ অতলান্ড় খাদের প্রান্ড়দেশে এসে দাড়িয়েছে। বর্তমান কালের ধ্বংসলীলা তাকে সম্পূর্নরূপে নিশ্চিহ্ন করে দিতে উদ্যত হয়েছে বলেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়নি। বরং এ আবস্থাটা রোগের একটা লক্ষন মাত্র প্রকৃত রোগ এটা নয়্ মানবজাাতি আজ বিপদের সম্মুখীন তার মূল কারণ হচ্ছে এই যে, তারা নিজেদের সার্বিক উন্নয়ন ও সত্যিকার অগ্রগতির জন্য জীবনের যে মূল্য বোধ প্রয়োজন তা হারিয়ে ফেলেছে। এমনকি পাশ্চাত্যে জগতের কাছে তাদের আধ্যাত্মিক দেউলিয়াপনা সুস্পষ্ট হয়ে পড়েছে এবং তারা আজ অনুভব করছে যে, মানবজাতিকে সঠিক পথে পরিচালনার উপযোগী জীবনের কোন মূল্যবোধে তাদের কাছে নেই। তারা জানে যে, তাদের নিজেদের বিবেককে পরিতুষ্ট করা ও তার স্বকীয়তা টিকিয়ে রাখার মত কোন মূলধনই তাদের কাছে নেই।

পাশ্চাত্যে দেশে গনতন্ত্র নিস্ফল ও ভ্যর্ততায় পর্যবসিত হয়েছে; যার ফলে প্রাচ্যের চিন্ড়াধারা, মতবাদ ও জীবন বিধান গ্রহন করতে তারা বাধ্য হচ্ছে বলে মনে হয়। তার সুস্পষ্ট প্রমান হচ্ছে এই যে, সমাজতন্ত্রের নামে প্রাচ্যের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তারা পাশ্চাত্যে চালু করছে। প্রাচ্যজোটেরও একই দশা তারা সমাজ বিধান,

বিশেষত মার্কসীয় মতবাদ সূচনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিপুল সংখ্যক মানুষের মনোযোগ আকর্ষন করেছিল। কারণ এ মতবাদ একটা সুনির্দিষ্ট মৌল বিশ্বাসের ভিত্তিতে রচিত হয়।

কিন্ড় চিন্ড়ার স মতল ভুমিতে মার্কসীয় মতবাদ পরাজয় বরণ করে নিয়েছে। এ কথা আজ মোটেই অত্যুক্তি নয় যে, বর্তমান দুনিয়ায় কোন একটি দেশও সত্যিকার মার্কসপন্থী নয়। এ মতবাদ সার্বিভাবে মানুষের জন্মগত স্বভাব ও তারমৌলিক প্রয়োজনের পরিপন্থী। মার্কসীয় আদর্শ শুধুমাত্র অধঃপতিত অথবা দীর্ঘকাল যাবত একনায়কত্বের যাতাকলে নিস্প্রাণ সমাজেই প্রসার লাভ করতে পারে। কিন্তু বর্তমানে ঐর"প সমাজেও এর বস্তুবাদী অর্থনীতিই মার্কসীয় মতবাদের ভিত্তি। কম্যুনিস্ট দেশগুলোর উস্ড়াদ রাশিয়াই আজ খাদ্যভাবের সম্মুখীন। জারের শাসনামলে যে রাশিয়া উদ্বৃত্ত খাদ্য উৎপাদন করতো সেদেশই আজ তার স্বর্নের বিনিময়ে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানী করছে। সমবায় খামারভিত্তিক চাষাবাদই এ ব্যর্থতার কারণ অন্য কথায় বলা যায় মানব স্বভাবের বিপরীতধর্মী ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলেই মার্কসীয় মতবাদ ব্যর্থতার সম্মুখীন।

নয়া নেতৃত্বের প্রয়োজন

মানব জাতি আজ নতুন নেতৃত্ব চায়। পাশ্চাত্যের নেতৃত্ব আজ ক্ষয়িষ্ণু। এর কারন পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বস্তুগত দারিদ্র অথবা আর্থিক সামরিক শক্তির দূর্বলতা নয়। পাশ্চাত্য জগত মানবজাতির নেতৃত্বের আসন এ জন্যে ছাড়তে বাধ্য হয়েছে যে, জীবনী শক্তি সঞ্চারকারী যেসব মৌলিক গুনাবলী তাকে একদিন নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল, সেসব গুন তার কাছে নেই।

অনাগত দিনের নতুন নেতৃত্বকে ইউরোপের সৃজনশীল প্রতিভার অবদানগুলোকে সংরক্ষন ও উন্নয়নের সাথে সাথে মানবজাতির সামনে এমন মহান আদর্শ ও মূল্যবোধ পেম করতে হবে,যা মানব স্বভাবের সাথে সম্পূর্ণর"পে সামঞ্জস্যশীল।

একমাত্র ইসলামী ব্যবস্থাই উলি- খিত মূল্যবোধ ও জীবন বিধান দান করতে সক্ষম।

বিজ্ঞানের প্রতাপও শেষ হয়ে এসেছে। ষোড়শ শতকে যে রেনেসা আন্দোলন সূচিত হয়ে আঠারো ও উনিশ শতকে বিঝযের উচু শিকরে পৌছে গিয়েছিল তা আজ নিস্প্রভ হয়ে পুনর"জ্জীবন শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। আধুনিক যুঘে যেসব জাতীয়তাবাদী ও উগ্র স্বাদেশিকতাবাদী মতবাদ জন্ম নিয়েছে এবং এগুলোকে ভিত্তি করে যেসব আন্দোলন ও জীবনযাত্রা প্রণালী গড়ে উঠেছে, সবগুলোই আজ নির্জীব হয়ে পড়েছে। সংক্ষেপে বলতে হয় মানুষের তৈরী সকল জীবন বিধানই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

এ নাজুক ও বিভ্রান্ড়িকর ক্রান্ড়িলগ্নে ইসলাম ও মুসলিম সমাজের নিজ দায়িত্ব পালনের সময় এসেছে। ইসলাম কখনো সৃষ্টজগতকে বস্তুসম্ভার আবিষ্কার বাধা দেয়নি। আল-াহ তাআলা পৃথিবীতে মানুষকে খিলাফতের দায়িত্বসহ প্রেরণের সময়ই মানবজাতি সৎপথে দেখানোর দায়িত্ব দিয়েছেন। আর এ দায়িত্ব পালনকে কয়েকটি শর্তাধীনে আল-াহর ইবাদত বলেই ঘোষনা করেছেন।শুধু তাই নয়, এটাই মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য বলেও তিনি জানিয়ে দিয়েছেনঃ

"আর তোমার প্রতিপালক যে সময় যে ফেরেশতাদের বলেছিলেন, আমি ধরা পৃষ্ঠে আমার খলীফা প্রেরণ করতে যাচ্ছি।" আল বাকারাঃ ৩০

"আর জ্বিন ও মানবজাতিকে আমি আমার বন্দেগী ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি।"- আয যারিয়াত

এতো গেল খিলাফতও বন্দেগীর কথা। কিন্তু সাথে সাথে মানবজাতির প্রতি আল-াহ তাআলা তার বান্দাহর উপর যে দায়িত্ব পালনের ভার দিয়েছেন, তাও পূরন করার সময় এসেছে।

"এভাবে তোমাদেরকে মধ্যবর্তী উম্মাত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছি যেন তোসরা মানবজাতির প্রতি স্বাক্ষী হতে পার এবং রাসূল তোমাদের উপর স্বাক্ষী থাকতে পারেন"।- আল বাকারাঃ ১৪৩

"তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মাত, মানবজাতির কল্যান সাধনের জন্যই তোমাদের উত্থান। তোমরা মানুষকে সৎকাজের আদেশদেবে, অসৎকাজ থেকে বিরত রাখবে এবং আল-াহর প্রতি গভীর বিশ্বাসী হবে। আলে ইমরানঃ ১১০(পৃঃ১৮-২০)

বিশ্ব নেতৃত্বের জন্যে প্রয়োজনীয় গুনাবলী

যদি জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি সহকারে আমরা কাজ চাই তাহলে মুসলিম উম্মাতের উপর আল-াহ প্রদত্ত বিশ্ব নেতৃত্বের দায়িত্ব পালনের জন্যে কোন কোন গুনাবলী অর্জন করা দরকার, তা আমাদের অবশ্যই জেনে নিতে হবে। সংস্কার ও পুনর্গঠনের কাজ শুর করতে গিয়ে যেন হোচট খেতে না হয়, সে জন্যেই আমাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা দরকার।

আজকের মুসলিম উম্মাত মানবজাতির সামনে বস্তুতান্ত্রিক আবিষ্কারের যোগ্যতা অথবা সম্ভাবনাময় প্রতিভা প্রদর্শনে অক্ষম। বর্তমানে দুনিয়ার মানবসমাজ মুসলিম উম্মাতের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়ে তাকে নেতৃত্বের আসন দান করবে, এ অক্ষমতার জন্য তার এরূপ আশা বাতুলতা মাত্র। এ ক্ষেত্রে উইরোপের সৃজনশীল মস্তিষ্ক অনেক দূর অগ্রসর এবং পরবর্তী কয়েক শতক পর্যন্ত প্রতিযোগীতায় ইউরোকে পরাজিত করে যান্ত্রিক উন্নতির ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার কল্পনা আমরা করতে পারি না। তাই আমাদেরকে এমন সব গুনাবলী অর্জন করতে হবে যা আধুনিক সভ্যতায় বিরল।

তাই বলে বস্তুতান্ত্রিক উন্নতির বিষয়টিকে আমরা মোটেই অবহেলা করবো না। বরং আমরা পার্থিব সুখ-সুবিধার প্রতিও যথাযোগ্য গুরত্ব আরোপ করবো না। কারন শুধু মানবজাতির নেতৃত্ব প্রদানের জন্যেই বৈষয়িক উন্নতি জরুরী নয়। উপরন্তু নিজেদের এবং ইসলামের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যেও এটা অপরিহার্য। ইসলাম মানুষকে পৃথিবীর বুকে আল-াহর খলীফা হিসেবে তার দুনিয়ার উন্নতি সাধন আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক।

মানবজাতির নেতৃত্বদানের জন্যে আমাদের বৈষয়িক উন্নতি ছাড়াও অতিরিক্ত কিছু পেশ করতে হবে। তা হচ্ছে মানব জীবন সম্পর্কে মৌলিক বিশ্বাস এবং সে বিশ্বাসের ভিত্তিতে রচিত একটি জীবন বিধান। এ বিধান আধুনিক বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার সকল অবদান সংরক্ষন করবে। সাথে সাথে মানবজাতির মৌলিক প্রয়োজন পূরনের জন্যে আধুনিক জ্হান-বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার সকল সংরক্ষন করবে। সাথে সাথে মানবজাতির মৌলিক প্রয়োজন পূরনের জন্যে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান মানুষের আরাম- আয়েশের যে চমৎকার উদ্যেগ আয়োজন করেছে, তার মান বজায় রাখতে সক্ষম হবে। আর এ বিশ্বাস (ঈমান) ও জীবন বিধান মানব সমাজে তথা মুসলিম সমাজে বাস্তব রূপ ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করবে।(পৃঃ২১-২২)

ইসলমী সমাজের পুনরুজ্জীবন

ইসলামী সমাজের পুনরুজ্জীবন কিভাবে সম্ভব? এ জন্যে একটি অগ্রগামী দলকে নিজেদেরকে গন্তব্যস্থল ঠিক করে নিয়ে জাহিলিয়াতের বিশ্বগ্রাসী অকুল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। চলার পথে এ দলের সৈনিকরা সর্বব্যাপী জাহেলিয়াতের ছোয়া থেকে নিজেদের হেফাজত করে চলবেন এবং একই সাথে তা থেকে সাহায্যেও নেবেন।

এ অগ্রগামী দলকে অবশ্যই যাত্রা শুর করা সঠিক স্থান, সার্বিক পথের দিশা, এর গলি, উপগলি, চলার পথের সকল বিপদ-আপদ এবং দীর্ঘ ও কষ্টকর সফরের উদ্দেশ্যে জেনে নিতে হবে। শুধু তাই নয় ,সারা দুনিয়া জাহেলিয়াত কোথায় কি পরিমাণ শিকড় বিস্তার করেছে কখন কার সাথে কি পরিমাণ সহযোগিতা করতে হবে এবং কোন সময় তাদের নিকট হতে পৃথক হতে হবে, কোন কোন গুনাবলী ও বৈশিস্ট অর্জন করা প্রয়োজন এবং পরিবেষ্টনকারী জাহিলিয়াতের কি কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে জাহিলিয়াতের ধারক বাহকদের সাথে কোন ভাষায়

আলাপ করতে হবে, কোন কোন বিষয় ও সমস্যা আলোচ্য সূচীতে স্ড়ান লাভ করবে এবং কিভাবে কোথা থেকে প্রয়োজনীয় পথনির্দেশ গ্রহন করতে হবে; এসব বিষয়েই পরিপূর্ণ ধারনা নিয়ে ময়দানে নামতে হবে।

আমাদের ঈমানের শক্তির উৎস হচ্ছে পাক কুরআনের মৌলিক শিক্ষা। যে কুরানের শিক্ষা ও বানী থেকে স্বর্ন যুগে ইসলামের পতাকাবাহীগণের মনে আলোর মশাল জ্বলে উঠেছিল- তাই হবে আমাদের পাথেয়। এ পাথেয় সম্বল করেই অতীতে আল-াহর মনোনীত ব্যক্তিগণ আল-াহরই নির্দেশে মানব নির্দেশে মানব ইতিহাসের গতি পরিবর্তন করে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমি এ বিপ-বের অগ্রনায়কদের উদ্দেশ্যেই এ গ্রন্থ রচনা করেছি এবং এতে প্রয়োজনীয় বাস্ড়ব কর্মপন্থাও পেশ করার চেষ্টা করেছি।

ঊী যিলালীল কুরআন শীর্ষক আমার লেখা উপর একখানা গ্রন্থের চারটি অধ্যায়কে আলোচ্য বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যশীল করার উদ্দেশ্যে দু'চার জায়গায় সামান্য পরিবর্তন করে এ গ্রন্থের র"প দেয়া হয়েছে।

এর ভূমিকা এবং অন্যান্য অধ্যায়গুলো আমি বিভিন্ন সম্পর্কে চিন্ড়াবিদ গবেষনা করার সময় আমি যে সুগভীর সত্য উপলব্ধি করেছি।(পৃঃ ২৪-২৫)